দৈ- সংবাদ

21 AUG 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ৬ ...

[illegible] ১৩৯৪ সং

৬।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চিন্তা-ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানলাম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স শেষবর্ষের ছাত্ররা উপাচার্যের অফিস তছনছ করে। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবী এবং তাদের পরীক্ষা আশু গ্রহণের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে ক্রুদ্ধ পরীক্ষার্থীরা এ কাণ্ড করে। তাছাড়া আরো জানতে পারলাম, বর্তমানে মাষ্টার ডিগ্রীর শেষবর্ষের ছাত্ররা পরীক্ষা গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছে।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টম বারের মত স্থগিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৫ সালের অনার্স পরীক্ষা (কোর্স পদ্ধতি) বিশ্ববিদ্যালয় খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তার পূর্বেই নেয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ চিন্তা-ভাবনা করছেন। কর্তৃপক্ষের বৈঠকে আলাপ-আলোচনার পর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, কোন আবাসিক হল না খুলে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে এবং আগামী ২৫শে আগষ্ট অনুষ্ঠেয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হতে পারে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসে এবং ঢাকায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদেরই আত্মীয়-স্বজন নেই বা তাদের বাসা নেই। তাছাড়াও, পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য একটা পরিবেশ দরকার। তাই তারা কোথায় অবস্থান নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে? উত্তর হতে পারে হোষ্টেল, বোর্ডিং ইত্যাদিতে নিজ খরচে ও নিজ দায়িত্বে অবস্থান করে পরীক্ষা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু ছাত্রীদের বেলায় এ উত্তর প্রযোজ্য নয়। কেননা, এমনিতেই ছাত্রী বা মেয়েদের নিরাপত্তার বড় অভাব।

তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে আমার কথা--বার বার বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রেখে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এতে সাময়িক ফল পাওয়া যায় কিন্তু রোগ সারে না। শুধুমাত্র মাঝখান দিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু ছাত্র-ছাত্রীর লেখা

খুলনায় পাবলিক লাইব্রেরী চাই

খুলনা শহরে রয়েছে বেশ কয়েকটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, আরো রয়েছে বেশ কয়েকটি নামকরা উচ্চ বিদ্যালয়। হাজারো শিক্ষার্থীরা এখানে লেখাপড়া করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই শহরের বুকে ছাত্রদের ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তসহ জ্ঞানান্বেষীদের জন্য পঠন পাঠনের উপযোগী কোন ভাল পাবলিক লাইব্রেরী নেই। খুলনার একমাত্র উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরী বয়রায় অবস্থিত. বয়রা শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে হওয়ায় সবার পক্ষে সেখানে গিয়ে লেখাপড়া করা অসুবিধাজনক। খুলনা শহরে উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীটি খুব ছোট এবং সঙ্গত কারণেই সেখানে অল্প বই রয়েছে। মাননীয় সরকার প্রধান খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন খুলনাকে মেট্রোপলিটন নগরীরূপে ঘোষণা করেছেন। ইহা সুখের কথা, কিন্তু এত বড় নগরীতে যদি একটি পাবলিক লাইব্রেরী না থাকে তবে তা মোটেই গৌরবের ব্যাপার নয়। এই একটি অভাবের জন্য খুলনার ছাত্র, শিক্ষিতশ্রেণী, অবসরভোগী মানুষেরা তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। সুতরাং অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারের কাছে খুলনায় একটি পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

বিশ্বজিৎ হালদার (১০মশ্রেণী)
সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়,
খুলনা।

নারিশ্চা প্রাঃ বিদ্যালয়ের ছাদ মেরামত চাই

লোহাগাড়া উপজেলাধীন নারিশ্চা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদের অবস্থা জরাজীর্ণ, যে কোন সময় ছাদ ধ্বসে ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণহানির আশংকা বিদ্যমান। এই আশঙ্কায় বেশকিছু অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের অপরাপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানোর চিন্তা-ভাবনা করছেন এবং ইতিমধ্যে অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে আসতে রীতিমত ভয় পাচ্ছে। ফলে এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কমছে।

অভিভাবক মহলের তৎপরতায় উপজেলা পরিষদ নারিশ্চা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদটি মেরামতের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্টের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্তটি কার্যকর হচ্ছে না। বর্তমানে খোলা আকাশের নীচে শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন।

আমরা এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অবিলম্বে ছাদ মেরামতের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ মনজুরুল আলম,
এমচরহাট, লোহাগাড়া,
চট্টগ্রাম।